যুগান্তর

তারিখ ... 16 AUG 2007 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

আড়াই বছর ধরে ঝুলে আছে সরকারি কলেজ শিক্ষকদের পদোন্নতি

ইউসুফ আলী

আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় সরকারি কলেজের প্রায় দেড় হাজার প্রভাষক সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পাচ্ছেন না। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও গত আড়াই বছর ধরে তাদের পদোন্নতি ঝুলে আছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, এসব শিক্ষককে পদোন্নতি দেয়ার জন্য একাধিকবার পদোন্নতি সভার বৈঠক (ডিপিসি) আহ্বান করা হলেও পদোন্নতি দেয়া সম্ভব হয়নি। তবে চলমান ২৭তম বিসিএস উত্তীর্ণদের নিয়োগ

পদোন্নতি : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

পদোন্নতি : শিক্ষকদের

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

দেয়ার আগেই বিষয়টি সুরাহা করার প্রচেষ্টা চলছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সরকারি কলেজের একজন প্রভাষক পাঁচ বছর শিক্ষকতা করার পর সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। এতে উত্তীর্ণ হলে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পান। প্রভাষক থেকে সহকারী অধ্যাপক পদে সর্বশেষ পদোন্নতি হয়েছিল ২০০৫ সালের ২৫ মে। পরে গত বছরের ১৩ ও ২১ সেপ্টেম্বর এবং সর্বশেষ ৪ অক্টোবর ডিপিসি'র বৈঠকের তারিখ নির্ধারণ করা হলেও শেষ পর্যন্ত পদোন্নতি দেয়া হয়নি।

সূত্র জানায়, জোট সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট কিছু শিক্ষক পদোন্নতি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করেই পদোন্নতির জন্য তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীকে চাপ দেন। এসব শিক্ষক বিএনপি সরকারের অনুগত হওয়ায় তৎকালীন মন্ত্রী বিষয়টি বিবেচনার আশ্বাস দেন। তবে এ জন্য বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস বিধিমালা ১৯৮১-এর একটি বিধি পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়ে। মন্ত্রীর নির্দেশে এমনটি করতে তৎপর হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তবে সরকারি কলেজ শিক্ষকদের একটি বড় অংশ সরকারের এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে কালোব্যাজ ধারণ, মৌন মিছিলসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। তাছাড়া ১৯৮১ সালের সিভিল সার্ভিস বিধিমালা ৮-এর 'ডি' ধারায় বলা হয়েছে, ১৯৯১ সালের ৩১ জুলাই যাদের পাঁচ বছর পূর্ণ হয়েছে তাদের সিনিয়র স্কেলে পদোন্নতি প্রদানের ক্ষেত্রে আরোপিত শর্তাদি এককালীন শিথিল করা যাবে। এরপরও তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশে ২০০৬ সালের ১১ অক্টোবর বিধি পরিবর্তন করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করেই পদোন্নতি প্রদানের একটি বিধি জারি করা হয়। বিধি জারির পর কিছু শিক্ষক এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করে তাৎক্ষণিক শুনানির প্রার্থনা করেন। হাইকোর্ট প্রথমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত বিধির আদেশ তিন মাসের জন্য স্থগিত করেন। পরে এই স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের আবেদন করলে হাইকোর্ট মূল মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিতাদেশ বহাল রাখার আদেশ দেন। এ আদেশ এখনও বহাল আছে বলে জানা যায়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এ বিষয়ে একটি অভ্যন্তরীণ কমিটি গঠন করে সিদ্ধান্ত দেয়ার চিন্তা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, ২৭তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের নিয়োগের আগেই এ সমস্যার নিষ্পত্তি করা হবে। অন্যথায় ২৭তম বিসিএস উত্তীর্ণদের নিয়োগ প্রক্রিয়া জটিল হয়ে পড়বে। তিনি আরও জানান, দেড় হাজার শিক্ষকের কথা বলা হলেও পদোন্নতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষকের সংখ্যা ১ হাজার ১২৭ জন। এর মধ্যে এখন ৬শ' শিক্ষককে পদোন্নতি দেয়া সম্ভব। এছাড়া সহকারী অধ্যাপক থেকে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির অপেক্ষায় রয়েছেন তিন শতাধিক শিক্ষক।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোঃ মাসুমে রব্বানী এ সম্পর্কে যুগান্তরকে বলেন, হাইকোর্টের রায়ে পদোন্নতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের পদোন্নতি নিষেধ করা হয়নি। এরপরও একটি অদৃশ্য কারণে দীর্ঘদিন প্রভাষকদের পদোন্নতি বন্ধ রাখা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির রায় দিতে পারেন হাইকোর্ট।